সমকাল

তারিখ ..07. JUN.2015.. ...
পৃষ্ঠা ...২৭... কলাম.... ৪ ......

শনিবার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকাল

জাবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ

আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ

আরিফুল নেহাল, *জাবি*

অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষক আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় ওই শিক্ষকসহ তার দুই সহ-গবেষকের শাস্তির দাবি জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়রিয়াল ডিজিজ রিসার্চ, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি)-এর জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও অ্যান্টেরিক অ্যান্ড ফুড মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরির প্রধান ড. কায়সার আলী তালুকদার। লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের।

জানা যায়, অভিযুক্ত শিক্ষক আফরোজা পারভীনের গবেষণা তত্ত্বাধায়ক ছিলেন ড. কায়সার আলী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়নের অধ্যাপক ড. সোহেল আহমেদ। জালিয়াতি করে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশের বিষয়ে ড. কায়সার এ বছরের ২২ এপ্রিল লিখিত অভিযোগ করেন বলে জানান ড. সোহেল।

অভিযোগে বলা হয়েছে, ডায়রিয়া রোগের জন্য দায়ী 'সালমোনেলা' প্রজাতির ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিষেধক তৈরির উদ্দেশ্যে পরিচালিত গবেষণা সম্প্রতি প্রবন্ধ আকারে ব্রিটিশ মাইক্রোবায়োলজি রিসার্চ জার্নালে প্রকাশ করেছেন আফরোজা পারভীন। জার্নালের ২০১৫ সালের ভলিউম ছয় ও ইস্যু নম্বর এক-এর ৪১-৫৩ পৃষ্ঠায় এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। আইসিডিডিআরবির আর্- ও অন্যান্য গবেষণা সহায়ক উপকরণের সহায়তায় তার তত্ত্বাবধানে এ গবেষণা প্রকল্পটি পরিচালিত হয়েছে এবং প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত গবেষণাটির পরিকল্পনা করেছেন তিনি নিজে। কিন্তু আফরোজা পারভীন তার অনুমতি ছাড়াই এটি জার্নালে প্রকাশ করেছেন, যা বৈজ্ঞানিক নৈতিকতা ও শিষ্টাচারের লঙ্ঘন। এ ছাড়া কোনো অবদান না থাকা সত্ত্বেও অন্য দুই সহ-গবেষকের নাম (বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়নের সহকারী অধ্যাপক মো. মাহমুদুল হাসান এবং ফার্মেসি বিভাগের শিক্ষার্থী মো. রাকিব হাসান) প্রবন্ধটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগকারী কায়সার আলী বলেন, আইসিডিডিআরবির অনুমতি ছাড়া কারও কোনো তথ্য প্রকাশ করার এখতিয়ার নেই। তা ছাড়া তিনি (আফরোজা) ভালোভাবে গবেষণা প্রবন্ধের কাজ শেষ করেননি। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে প্রশাসনের বিরুদ্ধেই আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অভিযুক্ত শিক্ষক আফরোজা পারভীন বলেন, পাঁচ বছর ধরে তারা ঝুলিয়ে রেখেছে। গবেষণা প্রবন্ধের কাজ শেষ করার পরও কায়সার আলী ও সোহেল আহমেদ কোনো ধরনের সহযোগিতা করেননি। তাই তাদের অনুমতি ছাড়াই প্রকাশ করেছি। আর গবেষণায় অন্য যে দু'জনের নাম দেওয়া হয়েছে তারা আমাকে গবেষণায় সাহায্য করেছেন।

বিভাগীয় শিক্ষক সোহেল আহমেদ বলেন, বিভাগে যথেষ্ট সুযোগ না থাকায় তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আমি তাকে আইসিডিডিআরবিতে গবেষণার জন্য পাঠিয়েছিলাম: কিন্তু তার এ ধরনের কর্মকাণ্ডে আমি বিব্রতবোধ করছি।